Pdf By Syed Mostafa Sakib

LAILATUN NISF MIN SHA'BAN

লাইলাতুন নিসফ্ মিন শা'বান

LAILATUN NISF MIN SHA'BAN

লাইলাতুন নিসফ্ মিন শা'বান

pdf By Syed Mostafa Sakib

LAILATUN NISF MIN SHA'BAN

লাইলাতুন নিসফ্ মিন শা'বান

Compilation & Publishing

The Message

Published on

01 June 2015

Written by

Alema Arifa Billah

Copyright

The Message

Price

Tk. 20.00

আল্-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়াস্সালাতু ওয়াস-সালামু আ'লা সায়্যিদিল মুরসালিন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ-শাইত্বানির রাজিম। বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

প্রিয় মুসলিম,

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সর্বত্র তাঁর রহমতের চাদর বিছিয়ে রেখেছেন তিনি তো চান যে কোন উসিলা করে তার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। তাই তো তিনি কোন মাসকে অন্য মাসের উপর, কোন দিনকে অন্য দিনের উপর, কোন রাতকে অন্য রাতের উপর, কোন সময়কে অন্য সময়ের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। আল্লাহ্র রহমতের দরজা তো সবার জন্যে সব সময়ের জন্যে উন্মুক্ত। যখন যে তাকে ডাকে তিনি তো তার ডাকেই সাড়া দেন।

তবে এই বিশেষ মাস, বিশেষ দিন, বিশেষ রাত, বিশেষ ক্ষণে স্বয়ং আল্লাহ্ বান্দাহকে ডাকতে থাকেন কে আছো ক্ষমা প্রার্থনাকারী। আমি তাকে ক্ষমা করবো, কে আছে, রিযিক প্রার্থনাকারী আমি তাকে রিযিক দেব। সুবহানাল্লাহ্ কত মহিমান্বিত সেইক্ষণ যখন আমার প্রভু আল্লাহ্ আমাকে ডাকছেন। তাই গাফেল না থেকে আসুন আল্লাহ্র ডাকে পাড়া দেই। বলি লাব্বাইক ইয়া আল্লাহ্।

শাবান মাসের মর্যাদা

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে মাসসমূহকে অন্য সকল মাসের উপর মর্যাদা দান করেছেন তার মধ্যে অন্যতম শাবান মাস। রাসূলে কারীম (দঃ) শাবান মাস সম্পর্কে ইরশাদ করেন - শাবান হচ্ছে আমার মাস।

এ মহা পবিত্র হাদীস শরিফ থেকে শাবান মাসের ফযিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝা যায়। কারণ, যখনই কোন বিষয় প্রিয় নবীজি (দঃ) এর সাথে সম্পর্কিত হয়ে গেল তখন তা প্রত্যেক মুমিনের জন্যে প্রাণের চেয়ে প্রিয় বিষয়।

ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর ছেলে ইমাম হযরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ) ইরশাদ করেছেন- নবী কারীম (দঃ) পুরো শাবান মাস সাওম (রোযা) পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই নবীর আশেকদের উচিত তারা যেন আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র নিয়ামত হাসিল করার লক্ষ্যে দুনিয়া ও আখিরাতে নাজাতের জন্যে সাবানের রোযার ধারাবাহিকতায় রমযানকে অভ্যর্থনা জানায়।

হাদীস শরিফে শাবান মাসের ফযিলত

১ নং হাদীসঃ

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- প্রিয় নবী ধারাবাহিকভাবে এতো বেশি রোযা রাখতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম হুযুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হয়তো আর রোযা ছাড়বেন না আবার কখনও এতো বেশি রোযা থেকে বিরত থাকতেন যে, আমরা বলতাম হুযূর কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো আর রোযা (নফল) রাখবেন না। তাই আমরা রমজান মাস ছাড়া আর অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখিনি এবং সবচেয়ে যে মাসে সর্বাধিক নফল রোযা রাখতেন তা হলো শাবান মাসে।

২ নং হাদীসঃ

নাসায়ী শরিফে বর্ণিত আছে, হযরত উসামা বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি প্রিয়নবীর দরবারে আরজ করলাম এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা! শাবান মাসের ন্যায় অন্য কোন মাসে আপনাকে এতো বেশি (নফল) রোযা রাখতে কখনও দেখি না কেন? উত্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শাবান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস যার সম্পর্কে অনেক মানুষ অনবগত, যেটি রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী মাস, এটি ওই মহান মাস যে মাসে বান্দার আমলনামা রাব্বুল আলামীনের দরবারে সরাসরি পেশ করা হয়। তাই আমি চাই আল্লাহ্‌র দরবারে আমার আমলসমূহকে এ অবস্থায় উঠানো হোক যে, আমি রোযাদার।

সিদ্ধান্তঃ

উল্লেখিত হাদীস সমূহের আলোকে একথা খুব দাবী করে বলা যায় যে, নফল ইবাদত তথা রোযার জন্য শাবান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস কেননা শাবান মাসের ইবাদত রাসূল (দঃ) এর প্রিয় অভ্যাসগুলোর অন্যতম।

আদর্শিক সুন্নতি জীবন গঠনের তাগিদে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য প্রাণাধিক প্রিয় রাসূল (দঃ) শাবান মাসকে যেখাবে সম্মান করেছেন আমাদের জীবনে ও সে সুন্নাতের চর্চাকে সমুন্নত রাখি। কেননা শাবান মাস হচ্ছে পবিত্র রমদ্বান মাসের মুখপাত্র। তাই রমদ্বানের অভ্যর্থনার জন্যে শাবান মাসে অধিক হারে ইবাদত করা অত্যন্ত চমৎকার একটি সুন্নাত।

লাইলাতুন নিসফ্ মিন শা'বান (শবে বরাত)ঃ

রহমাতুল্লিল আলামিন নবী করিম (দঃ) এর শা'বান মাস পুরোটাই রহমতে পরিপূর্ণ। তবে আল্লাহ্ তায়ালা এ মাসের একটি রাতকে অন্য সকল রাতের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। যেমনিভাবে তিনি সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে শুক্রবার দিনকে বুযুর্গি দান করেছেন। সেই একটি রাত হচ্ছে লাইলাতুন নিসফ্ মিন শা'বান তথা শবে বরাত।

লাইলাতুন নিসফ্ মিন শা'বান অর্থ মধ্য শা'বানের রাত। বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান এতদঞ্চলে এ রাত শবে বরাত নামে পরিচিত। কারণ আরবি ভাষাভাষী না হওয়ার

কারণে আমরা এ অঞ্চলের মুলমানদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহারে উর্দু-ফার্সীর একটা প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন সালাতকে নামায, সাওমকে রোযা বলে থাকি। সালাতকে নামায বলার কারণে আমার সালাত আদায়ে কোন ব্যাঘাত ঘটছে না তেমনি হাদীসে বর্ণিত লাইলাতুন নিসফ্ মিন শাবান কে শবে বরাত বলার কারণে এর মর্যাদার কোন তারতম্য হবে না।

তাই যদি কেউ কুরআন ও হাদীসে শবে বরাত খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে থাকেন তারা পবিত্র হাদীস গ্রন্থ থেকে লাইলাতুন নিসফ্ মিন শাবান খুজলে পেয়ে যাবেন ইন-শা-আল্লাহ্। আরো সহজে পেয়ে যাবেন তিরমিযী শরিফে। ইমাম তিরমিযী তার গ্রন্থে লাইলাতুন নিসফ্ মিন শা'বানের উপর স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় সংকলন করেছেন।

হাদীস শরিফে লাইলাতুন নিসফ্ মিন শা'বান

১নং হাদীসঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا

-"হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **যখন শাবানের চৌদ্দ তারিখ আসবে, সে রাতে তোমরা কিয়াম করবে (নামায ইবাদত বন্দেগীতে কাটাবে) এবং দিনে রোযা রাখবে....।**

ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান : ১/৪৪৪ : হাদীস : ১৩৮৮, ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৫৪ পৃ.হাদীস : ৩৮২২, ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলুল ওয়াক্ত : হাদীস : ৩৩ (৪) দায়লামী : আল ফিরদাউস : ১/২৫৯ : হাদীস : ১০০৭(৫) ইমাম মুনযির : তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৭৫ : হাদীস : ১৫৫(৬) ইমাম খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/২৪৫পৃ. : হাদীস : ১২৩৩, ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে কুরতুবী : ১৬/১২৬-১২৭ পৃ.(১৪) ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ্ : হাদীস নং : ১৩৮৮।

২নং হাদীসঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءَ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ " –

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পাঁচ রাত্রির দোয়া আল্লাহ্ ফেরত দেন না। ১.জুমার রাত্র, ২. রজবের প্রথম রাত, ৩.**শা'বানের ১৫ তারিখের রাত (শবে বরাত)** ৪-৫ দু'ঈদের রাত্র।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক. ইমাম আব্দুর রায্যাক : আল মুসান্নাফ : ৪/৩১৭ পৃ.হাদিস:৭৯২৭, বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/২৮৮ পৃ.হাদিস ঃ ৩৪৪০,ও ফাযায়েল ওয়াক্ত : ১/পৃ-৩১১ : হাদিস : ১৪৯, ইমাম বাজ্জার : আল মুসনাদ : হাদিস : ৭৯২৭, সুয়ূতি: জামেউস সগীর : ১/৬১০ : হাদিস : ৮৩৪২, মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) এর সূত্রে।

৩নং হাদীসঃ

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِىَ إِلَّا زَانِيَةٌ بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٌ " – وقال محققه عدنان عبد الرحمن : اسناده حسن– مكتبة المنارة مكة المكرمة

-"হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, **শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে প্রথম আকাশে** একজন ঘোষক অবতরণ করে ডাকতে থাকে। কেউ ক্ষমা চাওয়ার আছ কি? চাইলেই ক্ষমা করা হবে। কেউ কিছু চাওয়ার আছ কি? তাকে দেয়া হবে। যা চাওয়া হবে তাই দেয়া হবে শুধু জিনাকারী ও আল্লাহ্ সাথে শরীককারী ব্যক্তি এ সৌভাগ্য লাভ করবে না।" আল্লামা আদনান (রহঃ) হাদীসটিকে "হাসান" বলেছেন।

(১) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৬২পৃ. হাদীস : ৩৫৫৫ (২) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলে ওয়াক্ত : পৃ- ১২৪ : হাদীস : ২৫ মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৩১৪পৃ. হাদীস, ৩৫১৭৮, আলবানী, দ্বঈফু জামে, হাদীস, ৬৫৩।

৪নং হাদীসঃ

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قَالَتْ، قَدْ قُلْتُ: وَمَا بِى ذَلِكَ، وَلَكِنِّى ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ

-"উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হারিয়ে ফেললাম। অর্থাৎ- মধ্যরাতে তাঁকে আমি বিছানায় দেখতে পেলাম না। এ সময় ঘর ছেড়ে গিয়ে তিনি জান্নাতুল বাকীতে অবস্থান করছিলেন। (এবং এ সময় মুনাজাত রোনাজারীতে মশগুল ছিলেন) আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন তুমি কি এ ভয় করছ যে, আল্লাহ্ ও রাসূল তোমার প্রতি জুলুম করেছেন? আমি

বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি ধারণা করেছি আপনি আপনার পবিত্র বিবিদের থেকে কারো গৃহে অবস্থান করছেন। তখন তিনি বলেন, **আল্লাহ্ তা'য়ালা অর্ধ শা'বান (শবে বরাত) এর রজনীতে দুনিয়ার আসমানে** নেমে আসেন (রহমত নেমে আসে) এরপর বনী কালবের বকরির পশমের সংখ্যার চেয়েও অধিক বান্দাকে ক্ষমা করেন।"

(১) ইমাম তিরমিযী : আস সুনান : ৩/১১৫ পৃ. হাদিস : ৭৩৯ (২) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ : ১৮/১১৪ : হাদিস : ২৫৮৯৬ (৩) ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১০/৪৩৮ : হাদিস : ৯৯০৭(৪) ইমাম ইবনে মাজাহ : আস-সুনান :১/৪৪৪ পৃ. হাদিস : ১৩৮৯ (৫) শায়খ খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/২৫৩ পৃ: হাদিস : ১২৯৯।

৫নং হাদীসঃ

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِىِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ–

-"হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা **শাবান মাসের ১৫ তারিখ অর্থাৎ (শবে বরাত) এর রাতে** সমস্ত মাখলুকাতের দিকে রহমতের নজরে তাকান। সমস্ত মাখলুকাতকে আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করে দিবেন। তবে মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত।"

(১) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৬০পৃ.: হাদীস : ৩৫৫২ এবং ৬৬২৮ (২) ইমাম আবু নুঈম : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৪/২২২পৃ, (৩) ইমাম ইবনে মুনযিরী : তারগীব ওয়াত্তারহীব : ২/২২ হাদীস : ১৫১৭, দারুল ইবনে হায়সামী, মিশর, (৪) ইমাম তাবরানী : মুজামুল কবীর : ১/১৪২ পৃ.: হাদীস : ২১৫(৫) ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ্ : ১২/৪৮১ পৃ. : হাদীস : ৫৬৬৫(৬) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলে ওয়াক্ত, ১/১১৮পৃ. হাদীস :২২ (৭) ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ৭/৩৬পৃ. হাদীস : ৬৭৭৬ তিনি বলেন হাদীসটি হাসান, সহীহ্ (৯) ইবনে আছিম, আস্-সুন্নাহ, ১/২২৪পৃ. হাদীস, ৫১২ তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২০/১০৮পৃ. হাদীস, ২১৫ (১২-১৩) ও মুসনাদিস্-শামীন, ১/১২৮পৃ. হাদীস, ২০৩ও ৪/৩৬৫পৃ. হাদীস, ৩৫৭০ (১৪) আবু নুঈম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৫/১৯১পৃ. (১৫) বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৯/২৪পৃ. হাদীস, ৬২০৪ (২২) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/৪৬৮পৃ. হাদীস, ৭৪৬৪ (২৫) আহলে হাদীস নাসিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসুল সহিহাহ, ৩/১৩৫পৃ. হাদীস, ১১৪৪, তিনি বলেন সনদটি সহীহ্।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬নং হাদীসঃ

عَنْ أَبِى بَكْرٍ – يَعْنِى الصِّدِّيقَ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ لِأَخِيهِ–

-"হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন **১৫ শা'বান রাত (শবে বরাত) তখন আল্লাহ্** পৃথিবীর আকাশে রহমতের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং সকল শ্রেণীর বান্দাদের ক্ষমা করেন, একমাত্র মুশরিক ও মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীকে ছাড়া।"

(১) ইমাম বায্যার : আল মুসনাদ : ১/২০৬পৃ : হাদীস : ১০৩ এবং ১/১৫৭পৃ. হাদীস, ৮০, ইমাম ইবনে মুনযিরী : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৩৮৭ পৃ., ইমাম ইবনে আদি : আল-কামিল : ৫/১৯৪৬ পৃ. (৪) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৩৮০ : হাদীস : ৩৮২৭, ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃ: হাদীস ঃ ১২৯৫৬, হাইসামী, কাশফুল আশতার, ২/৪৩৫পৃ. হাদীস, ২০৪৪ (৭) সুয়ূতি, জামিউল আহাদীস, ৩/৪৮৬পৃ. হাদীস, ২৬২৫।

৭নং হাদীসঃ

عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ–

-'হযরত আবু মুসা আল আশআরী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, **নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা শা'বানের ১৫ তারিখ রাতে সমস্ত সৃষ্টির দিকে** রহমতের দৃষ্টিতে তাকান এবং তাদের ক্ষমা করেন, হ্যাঁ তবে মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত।"

ইমাম ইবনে মাযাহ : ১/৪৪৫ পৃ:, হাদীস ১৩৯০ বায়হাকী : শুয়াবুল ইমান ৩/৩৮২ পৃ:, ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলে ওয়াক্ত ১/১৩২ পৃ: হাদীস ২৯, খতিব তিবরিযী মিশকাতুল মাসাবীহ ১/৪০৯ হাদীস ১৩০৬ ইবনে মুনযিরী আত তারগীর ওয়াত তারহীব ৪/২৪০ পৃ: (৮-৯) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল ১২/৩১৫ পৃ:, হাদীস ৩৫১৮২ ও ১২/৩১৩ পৃ: হাদীস ৩৫১৭৪, ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান ১০/২৮২ পৃ: হাদীস ১৩০৭৬ ইবনে হাজার হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ ৮/৬৫ পৃ: হাদীস ১২৯৬০, সুয়ূতি জামেউস সাগীর, ১/২৭০০ পৃ: আলবানী, সহিহুল জামে হাদীস ১৮১৯ ও ৭৭১, ১৮৯৮ তিনি (আল-বানী) বলেন সনদটি হাসান।

৮নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ:يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ لِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ–

-"হযরত আবু ছালাবাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের প্রতি **শা'বানের মধ্য রজনীতে (শবে বরাত)** করুণা ভরা হৃদয়ে ক্ষমার দৃষ্টিতে তাকান, ফলে মুমিনদের ক্ষমা করে দেন এবং কাফিরদেরকে ঈমান আনার সুযোগ দেন, আর হিংসুকদেরকে তাদের হিংসার মাঝে ছেড়ে দেন, যতক্ষণ না তারা তাদের হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ করে।"

(১) ইমাম বায়হাকী : সুনানে সগীর : ২/১২২পৃ. : হাদীস : ১৪২৬ (২) ইমাম মুনযিরী : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০ : হাদীস : ২২ (৩) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলে ওয়াক্ত : ১/পৃ- ১২০ : হাদীস : ২৩ (৪) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৫৯পৃ. হাদীস ঃ ৩০৫৫১ (৫) ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর, (৬) ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ঃ ১২৯৬২ (৭) আবি আছিম, আস্-সুন্নাহ, ১/২২৩পৃ. হাদীস ঃ ৫১১, (৯) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/৪৬৪পৃ. হাদীস,৭৪৫১ (১০) ও ১২/৩১৫পৃ. হাদীস, ৩৫১৮৩, (১১) সুয়ূতি, জামেউস সগীর, ১/৭৭৩পৃ, হাদীস, ৭৭৩ (১২) ও তাঁর জামিউল আহাদীস, ৩/৪৮৩পৃ. হাদীস, ২৬২০ ও ৮/২৭২পৃ. হাদীস, ৭২৮৩ (১৩) ইবনে কূনী, আল-মুসনাদ, ১/১৬০পৃ. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসুস্-সহিহাহ, ৪/৮৬পৃ. হাদীস, ১৫৬৩, তিনি বলেন সনদটি 'হাসান'।

৯নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، يَغْفِرُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ–

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আঁকা (আঃ) ইরশাদ ফরমান, যখন **শাবানের ১৫ তারিখের রাত আগমন করে** তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈমানদার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন, শুধু মুশরিক (আল্লাহ্র সাথে শরীককারী) ও হিংসুক ব্যতীত।"

বায্যার : আল মুসনাদ : ১৬/১৬১পৃ. : হাদীস : ৯২৬৮, ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদীস, ৮/৬৫পৃ. হাদীস, ১২৯৫৮, সুয়ূতি, জামিউল আহাদীস, ৩/৪৮৪পৃ. হাদীস, ২৬২৩, খতিবে বাগদাদ, তারীখে বাগদাদ, ১৪/২৮৫পৃ., ইবনে যওজী, আল-ইল্লুল মুতনাহিয়্যাহ, ২/৫৬০পৃ. হাদীস, ৯২১, ইমাম তবারী, শরহে উসূলুল আকায়েদ, ৩/৪৯৫পৃ. হাদীস, ৭৬৩, হাইসামী, কাশফুল আশতার, ২/৪৩৬পৃ. হাদীস ঃ ২০৪৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطَّلِعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ –

-"হযরত আওফ বিন মালেক আশজারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ **তাবারাকা ও তায়ালা ১৫ শা'বানের রাত্রে (শবে বরাত)** সকল ঈমানদার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তবে মুশরিক এবং হিংসুক ব্যতীত সবাইকে।"

ইমাম বায্যার : আল-মুসনাদ :৭/১৮৬ পৃ.হাদিস, ২৭৫৪ (২) ইবনে হাজার হায়সামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৮/৬৫পৃ. (৩) খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : হাদিস : ১৩০৬ : কিয়ামে রামাদ্বান (৪) ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ৬/৬৯১পৃ. হাদিস, ৮৫৩৯

১১নং হাদীসঃ

ইমাম আবদুর রায্যাক ওফাত. ২১১হি. একটি হাদীস সংকলন করেন এভাবে-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى الْعِبَادِ، فَيَغْفِرُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلًا مُشْرِكًا أَوْ مُشَاحِنًا–

-"হযরত কাসীর ইবনে হাদ্বরামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (দঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা **শাবানের ১৫ তারিখ রাতে ঈমানদার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন,** তবে হ্যাঁ দুই ধরণের ব্যক্তি ছাড়া, তারা হল মুশ্‌রিক ও হিংসুক।"

ইবনে আবী শায়বাহ : আল মুসান্নাফ : ৬/১০৮পৃ.হাদিস :২৯৮৫৯, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল মুসান্নাফ : ৪/৩১৭ : হাদিস : ৭৯২৩, বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৫৯পৃ. হাদিস : ৩৫৫০, ইমাম মুনযিরী : তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০পৃ. : হাদিস : ২১ (৫) সুয়ূতি : জামেউল আহাদিস : ৬/২৮৮ : হাদিস : ১৪৯০১, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৩১৩পৃ. হাদিস ঃ ৩৫১৭৫, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৮১পৃ. হাদিস ঃ ৩৮৩১, তিনি বলেন সনদটি মুরসাল হলেও শক্তিশালী (১০) আলবানী, সহিহুল জামে, হাদিস, ৪২৬৮।

১২নং হাদীসঃ

عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسخ فى النصف من شعبان الاجال ، حتى ان الرجل ليخرج المسافرا، وقد نسخ من من الاحياء الى الأموات ، ويتزوج وقد نسخ من الاحياء الى الأموات–

-"হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **শা'বানের মধ্য রজনীতে আয়ূ নির্ধারণ করা হয়।** ফলে দেখা যায় কেউ সফরে বের হয়েছে অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আবার কেউ বিয়ে করছে অথচ তার নাম জীবিতের খাতা থেকে মৃত্যুর খাতায় লিখা হয়ে গেছে।"

ইমাম বায্যার : আল মুসনাদ :৩ পৃ- ১৫৮, হাদিস : ৭৯২৫, সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ৪১/৬৯পৃ. হাদিস,৪৪৩১৪, ইবনে রাহবিয়্যাহ, মুসনাদ, ৩/৯৮১পৃ. হাদিস,১৭০২, তবারী, শরহে উসূলুল আকায়েদ, ৩/৪৯৯পৃ. হাদিস, ৭৬৯।

উল্লেখিত হাদীস সমূহের সনদের ব্যাপারে অভিমতঃ

এখানে শবে বরাত তথা লাইলাতুন নিসফ্ মিন শা'বান এর ব্যাপারে ১২টি হাদীস উল্লেখ করেছি। প্রত্যেকটি হাদীস কোন্ কোন্ হাদীস গ্রন্থে এসেছে তা সবিস্তারে উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছি।

প্রিয় পাঠক, যারা তাদের হাদীস গ্রন্থে হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, প্রত্যেক মুহাসিদ্দসই হাদীসগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন এবং তারা প্রত্যেকেই শবে বরাতকে বরকতময় মনে করতেন।

তারপরও এত শত বছর পর এসে শবে বরাতের মত একটি ফযিলতপূর্ণ রাতকে অস্বীকার করছে। তথাকথিত কিছু নতুন ধর্ম গবেষক। তারা তিরমিযী শরিফের একটি হাদীস কে দ্বায়ীফ বলে মুচকি হাসছে। যদিও তারা জানে উসূলে হাদীসের নিয়ম ইচ্ছে ফযিলতের ক্ষেত্রে, নফলের ক্ষেত্রে দ্বায়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য। শবে বরাতের ইবাদত যেহেতু নফল তাই এক্ষেত্রে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

উসূলে হাদীসদের আর একটি নিয়ম হচ্ছে যদি কোন দ্বায়ীফ হাদীসের সমর্থনে সহীহ্/হাসান হাদীস পাওয়া যায় তখন সে দ্বায়ীফ হাদীসটি কে আর দ্বায়ীফ বা দুর্বল বলা যায়না। বরং সহীহ্/হাসানের সমর্থনের কারণে সেটি শক্তিশালী হয়ে যায় যাকে বলে সহীহ লিগাইরিহি।

মূলতঃ কোন হাদীসই দ্বায়ীফ নয়। বরং হাদীসের দুটি অংশ আছে। একটি হচ্ছে মূল অংশ অর্থাৎ রাসূল (দঃ) যা বলেছেন বা করেছেন সে বর্ণনা। বর্ণনায় এ অংশকে 'মতন' বলে। অন্য একটি অংশ হচ্ছে রাসূল (দঃ) থেকে হাদীসটি কোন সাহাবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

শুনেছেন। তার থেকে কে শুনেছেন তার থেকে কে শুনেছেন এভাবে হাদীসটির শেষ বর্ণনাকারী পর্যন্ত সকল বর্ণনাকারীদের নামের যে তালিকা সেটি এ অংশকে 'সনদ' বলে। তাই কোন হাদীসের 'মতন'কে দ্বায়ীফ বা দুর্বল বলা যায় না। বরং সনদের মধ্যে কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে যদি কোন ত্র"টি/দুর্বলতা (উসূলে হাদীসের নিয়মানুসারে) পাওয়া যায় তবে সে হাদীসের সনদটিকে দ্বায়ীফ বলে।

যেহেতু শবে বরাতের ব্যাপারে বর্ণিত দ্বায়ীফ হাদীসের সমর্থনে যথেষ্ট সহীহ এবং হাসান হাদীস পাওয়া যায়। সুতরাং শবে বরাতকে অস্বীকার করা এ রাতে ইবাদত থেকে বিরত থাকা হচ্ছে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া যা চরম গোমরাহী, স্পষ্ট ভ্রষ্টতা।

সম্প্রতি একদল মানুষ যারা শবে বরাতের ব্যাপারে কিছু দুর্বল বর্ণনার হাদীসকে উপস্থাপন করে বলে যাকে শবে বরাতের কোন ভিত্তি নেই। এভাবে তারা সাধারণ মুসলমানদের বোকা বানিয়ে নিজেদেরকে এবং তাদেরকে উভয় জাহানের কল্যাণ হতে বঞ্চিত করছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের খেদমতে আরয করছি- তারা যে সকল হাদীস কে দ্বায়ীফ (দুর্বল) বলে পেশ করছে এছাড়াও শবে বরাত সম্পর্কে যথেষ্ট সহীহ্ হাদীস রয়েছে। যেমন, পূর্ব উল্লেখিত হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) এর হাদীসটি কে যারা সহীহ্ বলেছেন - তারা হলেন (সহীহ্ ইবনে হিব্বান : ৭/৪৭০) (আলবায়হাকী : শুয়াবুল ইমান।

তারা প্রত্যেকেই উল্লেখিত হাদীসটি একটি সহীহ্ হাদীস বলে স্বীকৃতি দানের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসের সনদের ব্যাপারে ইমাম ইবনে হাজার আল হায়তামী (রাঃ) বলেন- এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী নয়ঃ

আল্লাহ্‌র এ বিশেষ রহমতের (শবে বরাতের) ব্যাপারে যারা নিরাশ হয়ে গেছে তারা শবে বরাতের দলীলকে দুর্বল প্রমাণ করতে না পেরে নিজের দুর্বল মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি হাদীস পেশ করে থাকে।

তাদের পেশকৃত হাদীসটি হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পৃথিবীর

নিকটবর্তী আসমানে তাজাল্লি ফরমান এবং ঘোষণা করতে থাকেন কে আছ প্রার্থনাকারী? কে আছ প্রার্থনাকারী? আমি প্রার্থনা কবুল করবো। **(সহীহ বুখারী)**

তারা বলে 'লাইলাতুন নিসফ্ মীন শা'বান'-এর হাদীসগুলো উপরের হাদীসের পরিপন্থী।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তা'আলা তো প্রতি রাতেই বান্দাকে ক্ষমা করে থাকেন। তবে শবে বরাতের বিশেষত্ব কি?

উত্তরঃ আলোচ্য হাদীসে রাতের একটি নির্দিষ্ট সময় তথা শেষ তৃতীয়াংশের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শবে বরাত, শবে ক্বদর রাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ সমস্ত রাতের ফযিলত রাতের শুরু তথা মাগরিব থেকে রাতের শেষ তথা ফজর পর্যন্ত।

তাদের প্রতি প্রশ্নঃ বোখারী শরিফের এত সুন্দর একটি সহীহ্ হাদীস যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র রহমতের কথা প্রত্যেক রাতে। সে প্রত্যেক রাত থেকে মধ্য শাবান বাদ পড়লো কি করে? কেন মধ্য শাবানের রাতে ইবাদত করা নিষেধ করা হচ্ছে? কুরআন হাদীস কোথায় বলা হয়েছে মধ্য শাবানের রাতে ইবাদত করা যাবে না? একটি দ্বায়ীফ হাদীস হলেও পেশ করুন যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রাতেই রহমত দান করে থাকেন শুধুমাত্র মধ্য শাবানের রাত ব্যতীত। তাদের পেশকৃত এই হাদীস শবে বরাতের দলীলকে আরো শক্তিশালী করে। তাই অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছি একজন স্কলারের দম্ভোক্তির ব্যাপারে যিনি তার ফতোয়ার কিতাবে বলেছেন, মধ্য শাবানের রাতে যে কোন প্রকার নফল ইবাদত নিষিদ্ধ। নাউযুবিল্লাহ্ ॥ আল্লাহ্‌র রাসূল যখন সকল রাতের রহমতের ঘোষণা দিচ্ছেন ইবাদতের তালীম দিচ্ছেন তখন এরা কারা যারা কোন কোন রাতে ইবাদতকে নিষিদ্ধ করতেন। তাদের একটি ছোট কিন্তু জোড়ালো আপত্তি আমরা ইবাদত করার জন্য দিন রাতকে নির্দিষ্ট করি কেন? তাদেরকে বলি আপনারা কেন দিন রাত নির্দিষ্ট করে ইবাদত না করার প্রতিজ্ঞা করেছেন?

শবে বরাতকে নিয়ে তারা যেভাবে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে

প্রথমে তারা বলে- আল্লাহ্‌র কসম শবে বরাত শব্দটি পর্যন্ত কুরআন হাদীস কোথাও নেই। সুতরাং এর কোন ভিত্তি নেই।

যারা এ বইটি প্রথম থেকে পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই এর উত্তর জানেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম কৌশল কাজ না করলে তারা বলে তিরমিযী শরিফের হাদীসটি দ্বায়ীফ এ প্রশ্নের উত্তর এ বইয়ের পাঠকদের জানা উচিৎ।

অস্বীকারকারীরা আগে হকপন্থী মুসলমানদের কাছে শবে বরাতের পক্ষে দলীল চাইতো যখন দলীল দেয়া হলো এবার তারা চরিত্র পাল্টালো। এ বছর লক্ষ্য করলাম বিষয়টি। শবে বরাতের পক্ষের দলিলগুলো তারাই দিচ্ছে তারপর উপসংহারে গিয়ে বলছে কিন্তু একটা কারণ (!) আছে আমরা এসব মানি না। তাদের স্ববিরোধী কথায় চমকাবেন না?

একটা ছোট্ট গল্প বলি।

এক অখ্যাত বিজ্ঞানী। বিখ্যাত হওয়ার তাগিদে ভাবলো কিছু একটা আবিষ্কার করি। সে একটা তেলাপোকা নিয়ে হাত দিয়ে টেবিলের উপর চেপে ধরলো, তারপর go বলে ছেড়ে দিল তেলাপোকা। তো দে দৌড়। সে আবার তেলাপোকাটাকে ধরে আনলো। তেলাপোকা সবগুলো পা ছিড়ে ফেললো তারপর সেই আগের মতো প্রথমে হাত দিয়ে চেপে ধরে go বলে ছেড়ে দিল। কিন্তু বেচারা তেলাপোকা।

স্যার তো মহা উৎফুল্ল। তিনি সিদ্ধান্ত নোট করলেন- তেলাপোকার পা ছিড়ে ফেললে সে আর কানে শুনতে পায়না।

এদেরও সেই একই অবস্থা। তারা দলীল দিচ্ছে শবে বরাতের পক্ষের, আর উপসংহারে বলছে 'আমরা শবে বরাতকে অস্বীকার করি'।

আল বানী সাহেবও শবে বরাতকে স্বীকৃতি দিয়েছেনঃ

শবে বরাত অস্বীকারকারীদের একটি দলীল পেশ করলাম যা শবে বরাতকে আরো শক্তিশালী করেছে। এ পর্যায়ে তাদের একজন মান্যবর স্কলার নাছির উদ্দিন আল বানী সাহেবের অভিমত তুলে ধরলাম। নাছির উদ্দিন আল বানী তার রচিত সিলসিলাতুস্ সহীহা কিতাবে ৩য় খ- ১৩৫ পৃষ্ঠায় শবে বরাতের ফযিলত বর্ণনা করে নিচের হাদীসটি পেশ করেছেন, 'রাসূল (দঃ) ইরশাদ করেছেন মধ্য শাবানের রাতে আল্লাহ্ সমস্ত মাখলুককে ক্ষমা করে দেন কেবলমাত্র মুশরিক এবং হিংসুক ব্যতিত'। **হাদীস নং (১১৪৪)**

এ হাদীসটির ব্যাপারে শাঈখ আল বানী (যাকে বিরুদ্ধকারীরা তাদের বিভিন্ন মতকে

প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করেন) তিনি বলেন হাদীসটি সহীহ্। কেননা হাদীসটি সাহাবীদের বিভিন্ন দল থেকে এসেছে। ৮ জন সাহাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুযার বিন জাবাল, আবু ছা-লাবা, আবদুল্লাহ বিন আসর, আবু মুসা আশরারী, আবু হুরায়রাহ, আবু বকর সিদ্দিক আউফ বিন মালিক, আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ।

এছাড়াও আলবানী সাহেব তার সিলসিলাতুস সাহীহার তৃতীয় খ- ১৩৬ পৃঃ শবে বরাতের ফযিলত সম্পর্কে আরো দুটি হাদীস পেশ করেছেন।

অনেক হাদীস পেশ করার পরেও যারা সন্দেহের মধ্যে ছিলেন আশাকরি তারাও আল বানী সাহেবের মতটিকে গ্রহণ করবেন।

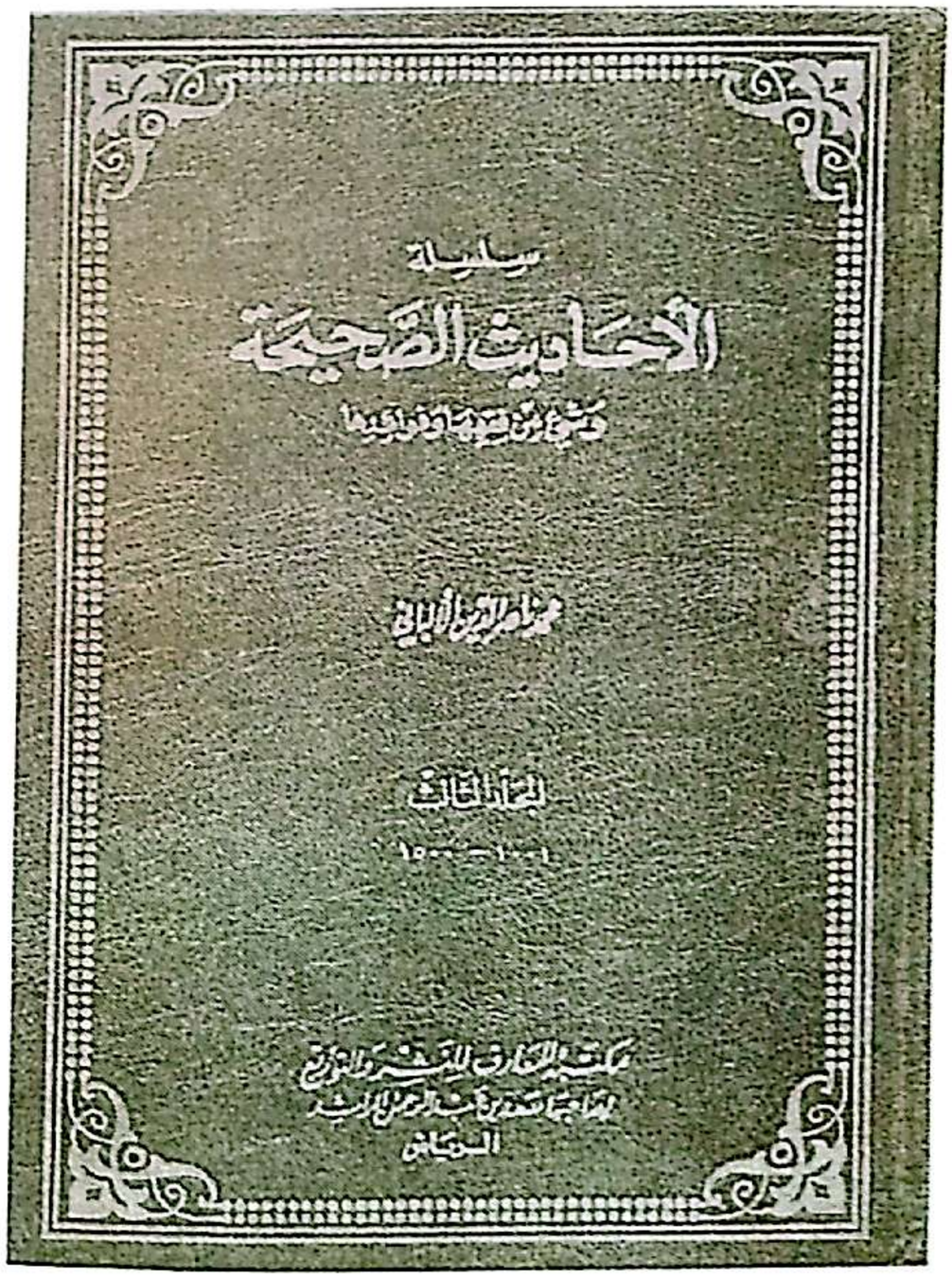

pdf By Syed Mostafa Sakib

« تلا رسول الله ﷺ هذه الآية (فما للذين كفروا قبلك مهطعين ، عن اليمين وعن الشمال عزين ، أيطمع كل أمرىء منهم أن يُدخل جنة نعيم . كلا إنا خلقناهم مما يعلمون) ، ثم بزق رسول الله ﷺ على كفه فقال ، فذكره والسياق للحاكم وقال : « صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي ، وقال البوصيري في « الزوائد » (ق ١/١٦٨) :

« إسناده صحيح ، ورجاله ثقات » . وهو كما قالوا .

ما صح في ليلة النصف :

١١٤٤ — (يطّلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لجميع خلقه ، إلا لمشرك أو مشاحن) .

حديث صحيح ، رُوي عن جماعـــة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضاً ، وهم معاذ بن جبل ، وأبو ثعلبة الخشني ، وعبدالله بن عمرو ، وأبي موسى الأشعري ، وأبي هريرة ، وأبي بكر الصديق ، وعوف بن مالك ، وعائشة .

١ — أما حديث معاذ ، فيرويه مكحول عن مالك بن يخامر عنه مرفوعاً به .

أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » رقم (٥١٢ — بتحقيقي) : ثنا هشام بن خالد : ثنا أبو خليد عتبة بن حماد عن الأوزاعي وابن ثوبان [عن أبيه] عن مكحول به .

ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان (١٩٨٠) وأبو الحسن القزويني في « الأمالي » ، (٢/٤) وأبو محمد الجوهري في « المجلس السابع » ، (٢/٣) ومحمد بن سليمان الربعي في « جزء من حديثه » ، (١/٢١٧ و ١/٢١٨) وأبو القاسم الحسيني في « الامالي » ، (ق ١/١٢) والبيهقي في « شعب الإيمان » ، (٢/٢٨٨/٢) وابن عساكر في « التاريخ » ، (٢/٣٠٢/١٥) والحافظ عبد الغني المقدسي في « الثالث والتسعين من تخريجه » ، (ق ٢/٤٤) وابن المحب في « صفات رب العالمين » ، (٢/٧ و ٢/١٢٩) وقال : « قال الذهبي : مكحول لم يلق مالك بن يخامر » .

قلت : ولولا ذلك لكان الإسناد حسناً ، فإن رجاله موثقون ، وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٨/٦٥) :

« رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ورجالهما ثقات » .

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিরুদ্ধবাদীদের চরম মিথ্যাচারঃ

শবে বরাত অস্বীকারকারীরা ৪৪৮ হিঃ বাইতুল মুকাদ্দাসে এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম শবে বরাত চালু করেছে বলে অপপ্রচার চালিয়ে থাকে। তারা বলে, তখন থেকে সমস্ত মসজিদের ইমামরা তার অনুসরণে এ রাতে নামায পড়া চালু করেছে।

তাদের মতে ৪৪৮ হিজরী ইসলামের সে সোনালী যুগে সমস্ত মসজিদের ইমামরাই বাতিল আর মূর্খ ছিল। যদি তা নাই হয় তবে ৪৪৮ হিজরীর ইমামদেরকে শ্রদ্ধা করতে আপত্তি কোথায়? কেন তাদেরকে প্রত্যাখান করছেন?

৪৪৮ হিজরীকে তারা শবে বরাতের সূচনা বলছে অথচ তার ও প্রায় ২০০ বছর আগে ইমাম তিরমিযি তার তিরমিযি শরিফে এই শবে বরাতের উপর আলাদা একটি অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন।

৪৪৮ হিঃ অনেক আগে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ তার মুসনাদে শবে বরাতের রাতের হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন। তারও অনেক আগে ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাফসীরে ইবনে আব্বাসে বরাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

তারা বিভিন্ন কিতাব অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক কিছু কেটে ছেটে বাদ দিয়ে দেয়। আর সাধারণ মুসলমানদের বলে দেখ ইসলামে এটা নেই, ওটা নেই। কোন কিছুরই ভিত্তি নেই। তাদের জন্যে দুঃখ হয়। তারা মূল কিতাব থেকে বিষয়গুলো গায়েব করতে পারছেনা আলহামদুলিল্লাহ্।

'লাইলাতুল নিসফ্ মিন শা'বান'-এর ব্যাপারে মুফাস্সিরে কিরামের দৃষ্টিভঙ্গিঃ

তথাকথিত কিছু ইসলামী স্কলার তিরমিযী শরিফের হাদীসটি কে অগ্রাহ্য করে। অথচ বিশ্বের সকল মুফাস্সিরগণ হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন। আপনার পছন্দ মত যে কোন তাফসিরের কিতাব খুলে দেখুন। সূরা দুখানে বর্ণিত লাইলাতুম মুবারিকা এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ শবে বরাতের সমর্থনে তিরমিযী এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আপনাকে যদি প্রশ্ন করি পহেলা বৈশাখের গুরুত্ব বেশি না জুমার দিনের গুরুত্ব বেশি। আপনি নিশ্চয়ই বলবেন - যে পহেলা বৈশাখ একটি সাংস্কৃতিক বিষয় এর কোন ধর্মীয় তাৎপর্য নেই। অথচ জুমার দিন তো অনেক ফযিলতপূর্ণ একটি দিন। তাই এই তুলনা করাটাই বোকামী। তাই নয় কি?

অথচ দেখুন ইসলামী জ্ঞানে সর্বো"চ জ্ঞানী মুফাস্‌সিরগণ তাদের তাফসিরে মহিমান্বিত ক্বদন রাতের সাথে মধ্য শাবানের রাতকে তুলনা করেছেন। তারা বলেছেন দুটোই বরকতময় রাত। তবে তাদের মত পার্থক্য হচ্ছে কুরআন নাযিলের রাত কোনটি সে বিষয়ে। এক্ষেত্রে তারা লাইলাতুল ক্বদরের পাশাপাশি লাইলাতুল বরাতকেই উল্লেখ করেছেন। এ আলোচনা থেকে দুটি বিষয় খুবই সুস্পষ্ট।

প্রথমতঃ প্রত্যেক মুফাস্‌সিরে কিরামই লাইলাতুল বরাতকে বরকতময় মনে করতেন।

দ্বিতীয়তঃ তারা প্রত্যেকেই তিরমিযী শরিফের হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন।

শুধু তাই নয় আল্লামা ইবনে কাছীর তাফসীরে ইবনে কাছীরে তিরমিযীর হাদীসের সমর্থনে কাছীরে শবে বরাতের ফযিলতের অতিরিক্ত আরো একটি হাদীস সংযুক্ত করেছেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রঃ) তাফসিরের পাশাপাশি শবে বরাতের কিছু নফল আমলও উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা জামাখশারী তার রচিত তাফসিরে কাশ্‌শাফের মধ্যে মধ্য শাবানের চারটি নাম উল্লেখ করে এর ফযিলত বর্ণনা করেছেন।

লাইলাতুল বরাত' উদযাপনে ফোকাহায়ে কিরামের অভিমতঃ

ক. প্রখ্যাত ফকীহ ইবনু নুজাইম হানাফী আলাইহির রাহমাত বলেন- 'শা'বান মাসের পনের তারিখ, যিলহজ্জের দশ তারিখ, দু'ঈদের দু'রাত এবং রমজান মাসের শেষ দশ রাত রাত জেগে ইবাদত করা মুস্তাহাব। কেননা এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

খ. ইমাম শাফিঈ আলাইহির রাহমাহ বলেন-

"বছরের পাঁচটি রাতে দোয়া কবুল হয়। এগুলো হল শুক্রবারের রাত, দুই ঈদের দুই রাত, রজব মাসের প্রথম রাত এবং শাবান মাসের পনের তারিখের রাত। এ রাতগুলো সম্পর্কে আমি যা বর্ণনা করেছি, তা আমি পছন্দ করি।"

গ. ফকীহ মনসুর বিন ইউনুস বুহুতী হাম্বলী বলেন- "শাবান মাসের পনের তারিখ

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিয়ামুল লাইল তথা ইবাদতের মাধ্যমে উদযাপন করা মুস্তাহাব'।

ঘ. আল্লামা রুহায়বানী হাম্বলী বলেন, "শাবান মাসের পনের তারিখ রাত ঈদের রাতের মত কিয়ামুল লাইল তথা ইবাদতের মাধ্যমে উদযাপন করা মুস্তাহাব।"

ঙ. ইবন রজব হাম্বলীর মতেও এ রাতে ইবাদত করা মুস্তাহাব। এ রাতে রাসূলুল্লাহ (দঃ) পরিপূর্ণ রাত ইবাদত করতেন।

চ. ইমাম শিহাবুদ্দিন কাস্তালানি বলেন- "শবে বরাতের ফযিলতের উপর অসংখ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছ; তবে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এগুলোকে দ্বায়ীফ হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু ইমাম ইবন হিব্বান কিছু হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন এবং তাঁর 'সহীহ্' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন।"

ছ. ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (তিনি হচ্ছেন বিন বাযের শাইখ) বলেন "শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের ফযিলত সম্পর্কে অসংখ্য শুদ্ধ হাদীস রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে এ রাতের মর্যাদা বুঝা যায়। সলফে সালেহীনগণ এ রাতে নামায পড়ার জন্য নির্ধারণ করে রাখতেন এবং দিনে রোযা রাখতেন। কেননা এ ব্যাপারে অনেক সহীহ্ হাদীস রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের কিছু আলেম এ রাতের মার্যাদাকে অস্বীকার করেছে এবং সহীহ্ হাদিসের ওপর অপবাদ দিয়েছে। কিন্তু আমাদের হাম্বলী মাযহাবসহ অন্যান্য মাযহাবের অধিকাংশ আলেমদের মতে এ রাতটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল এর মতও এটি। কেননা এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস শরিফ রয়েছে।"

জ. আল্লামা ইবনুল হাজ্ব মালেকী বলেন।

"শাবান মাসের পনের তারিখের রাতটি যদিও লাইলাতুল কদর নয়, তথাপি অত্যাধিক সম্মানিত ও বরকতময়। সলফে সালেহীনরা এ রাতকে খুব সম্মান করতেন এবং এ রাত আগমণ করার পূর্বে এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। আগমনের পর শরিয়ত সমর্থিত বিষয়ের মাধ্যমে এর সম্মান করতেন।"

ঝ. মিশর দারুল ইফতার ফতোয়া: 'লাইলাতুল বরাত সম্পর্কে মিশর দারুল ইফতার ফতোয়াটি সুদীর্ঘ যার মূল বক্তব্য উল্লেখ করা হয়।

ঞ. কুয়েত সরকারের ফতোয়া: 'কুয়েত সরকারের ওয়াকফ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত বিশ্বকোষ তথা ইসলামিক বিশ্বকোষে রয়েছে।

"শাবান মাসের পনের তারিখ রাত উদযাপন করার ক্ষেত্রে সকল ফোক্বাহা একমত। তাঁদের মতে এ রাত উদযাপন করা মুস্তাহাব।

ট. দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া: "এ রাত অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ। এ রাতে একাকী নামায পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা, যিকির করা, কবর যিয়ারত করা, দোয়া এবং ক্ষমা চাওয়া মুস্তাহাব।

ঠ. দেওবন্দ গুরু আশরাফ আলী থানভী বলেন, '১৫ শাবান রাত জেগে ইবাদত করা উত্তম; প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক।

"লাইলাতুল বরাতে জাগ্রত থেকে ইবাদতে মশগুল থাকার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

ড. হযরত আল্লামা মুবারকপুরী বলেন- মধ্য শাবানের ফযিলত সম্পর্কে এত অধিক সংখ্যক হাদীস পাওয়া গিয়েছে এটা খুবই সুস্পষ্ট যে এটি একটি বরকতময় রাত।

সুতরাং যারা মনে করে মধ্য শাবানের কোন তাৎপর্য নেই তাদের এ ধারণা নিতান্ত অমূলক ও ভিত্তিহীন।

¶ মুবারকপুরী তিনি একজন সালাফ স্কলার।

সলফে সালেহীনদের ব্যাপারে অভিমত

আকাশ প্রযুক্তির এ যুগে তারকা স্কলারদের প্রতি মানুষের ঝোঁকটা একটু বেশি। আমি এখানে যাদের নাম এবং অভিমত উল্লেখ করেছি তাদের অনেকেই হয়তো খুবই অপরিচিত। অনেকে আছে তাদের সম্পর্কে যদি আমি না জানি সেটা আমার ব্যর্থতা আমার জ্ঞানের দৈন্যতা। কেননা আল্লাহ্ সুবহানাহ ওয়া তায়ালার দরবারে তারা গ্রহণযোগ্য।

আসুন, তাদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। তাদের জীবনী পড়ি, তাদের লিখিত কিতাব পড়ি। দেখবেন যে কোন তারকা স্কলারদের চেয়ে জ্ঞানে, গুণে, চরিত্র মাধুর্যে, বুযুর্গীতে তারা অনেক বেশি সমৃদ্ধ। হাদীসে বর্ণিত নবীগণের প্রকৃত উত্তরসূরী হচ্ছেন তারাই। যখন আপনি তাদের সম্পর্কে জেনে যাবেন তখন আপনি খুব গর্ব করে বলতে পারবেন আমার তারকা আবদুল কাদের জিলানী আমার স্কলার ইমাম আবু হানিফা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আসুন আল্লাহ্র দিকে রুজু করি

আল্লাহ্র রাসূল (দঃ) ইরশাদ করেছেন- প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশ্তা ডেকে বলে - হে আদম সন্তান! আমি একটি নতুন দিন। তোমাদের কর্মের আমি সাক্ষী। তাই আমাকে কাজে লাগাও, আমার থেকে উপকৃত হও। কিয়ামত পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসবোনা।

বোধ-সম্পন্ন আত্মা বিচলিত হয়ে পরে হাদীসটির মর্ম অনুধাবন করে। সত্যিই তো আমার জীবনটা কেমন করে ফুরিয়ে আসছে। শত চেষ্টায়ও এক সেকেন্ড পেছনে যাওয়া সম্ভব না। বরং প্রতিটি সেকেন্ডের হিসেব হচ্ছে প্রতিটি কর্ম লিপিবদ্ধ হচ্ছে। অথচ আমরা স্বেচ্ছাচারিতা করছি, প্রতিটি মূহুর্তই আমরা পাপাচারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি।

আল্লাহ্ বলেন তোমরা কি মনে করেছো, আমি তোমাদের অকারণে সৃষ্টি করেছি, আর কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না। **(সূরা আল-মূমিনুন ঃ ১১৫)**

মৃত্যু অবধারিত। চোখের সামনে অনেক প্রিয় মানুষগুলো হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। তাদের স্মরণ করে আমরা অশ্রুসিক্ত হই। দুর্ভাগ্য যে একবারও ভেবে দেখিনা এভাবে আমাকেও চলে যেতে হবে। কি আমার সম্বল, কি আমার পাথেয়? সাথীহীন, অন্ধকার কবরে কি হাল হবে আমার?

তারপর হাশর! মা-বাবা সন্তানকে রেখে পালাবে, সন্তান মা-বাবাকে অস্বীকার করবে। মানুষের পাপের বৃত্তান্ত শুনে জাহান্নাম ছুটে আসবে মানুষকে গিলে খাওয়ার জন্যে। তৃষ্ণার্ত মানুষের জিহ্বা বের হয়ে মাটিতে ঝুলতে থাকবে। হাশরবাসীরা সেই জিহ্বার উপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করবে। আমরা সব জানি তারপরও তওবা নসীব হচ্ছে না।

তাইতো কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে মানুষ ধ্বংস হোক। সে কতই অকৃতজ্ঞ। **(সূরা আবাসা ঃ ১৭)**

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে ক্ষমা করুন আমাদেরকে পাপ থেকে ফিরে আসার তৌফিক দান করুন। তিনি তো ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। পবিত্র কুরআন পাকে দু'শত এর অধিকসংখ্যক আয়াতে আল্লাহ্ ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন- 'হে আমার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে

দেবেন'। (সূরা যুমার ঃ ৫৩)

তাই আসুন আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে, তারই দিকে রুজু করি, তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। জীবনের প্রতিটি কর্ম হোক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, প্রতিটি মূহুর্ত অতিবাহিত হোক আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের আকাঙ্খায়।

আর এই বিশেষ দিন, বিশেষ রাত এগুলো তো আমাদের গুনাহগার বান্দাদের জন্যে বোনাসস্বরূপ। চলুন বিশেষ সময় বিশেষ গুরুত্বের সাথে পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ পরিপূর্ণ রহমত হাসিল করি।

আল্লাহ্‌র রহমত অবধারিত

আল্লাহ্‌র রহমতের ব্যাপারে মুমিনের অন্তরে সন্দেহ সংশয় থাকতে পারে না। তারপরেও যদি কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন তো একটিবার চিন্তা করুন যে রাতকে কেন্দ্র করে একশত মুসলমান সালাত আদায় করছে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছে, তারা নবীর (দঃ) প্রশংসা করছে, নিজের গুনাহর উপর লজ্জিত হয়ে রোনাজারী করে ইস্তেগফার করছে, নিবিষ্ট মনে কালামুল্লাহ শরিফ তেলাওয়াত করছে, তারপর বড় আশা নিয়ে লজ্জিত অন্তরে মহামহিম আল্লাহ্‌র দরবারে ভিখারির মতো দুটো হাত পেতে দিয়ে শুধু একটি কথা বলছে- আল্লাহ্‌ আমাকে মাফ করে দাও, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, আমি তো বড়ই জালিম, তুমি ক্ষমা না করলে আমার কোন উপায় নেই, আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তারপরও আল্লাহ্‌ বান্দাহকে ক্ষমা করবে না।

এই যে অস্থির চিত্ত মানুষের এত প্রচেষ্টা এই তেলাওয়াত, যিকির, সালাত এরসবই আল্লাহ্‌ সৃষ্টির জন্যেই, কোন একটা কাজও কি খারাপ ছিল গুনাহ ছিল? তারপরও কি মনে হয় শত মুসলমানের এত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে? আল্লাহ্‌র রহমত জোশে আসবে না? কখনো না। অবশ্যই তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন। দয়া করবেন, দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের ভুলগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। আর এভাবেই আমরা পবিত্র রমযানের বরকত হাসিলের যোগ্য হয়ে উঠব। তাই আসুন আলোর মিছিলে শামিল হয়ে যাই। আল্লাহ্‌ তো ইরশাদ করছেন-

হে আমার প্রশান্ত আত্মা। তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসো সন্তুষ্টচিত্তে। (সূরা ফযর আয়াত ঃ ২৮)

এ রাতের উল্লেখযোগ্য কতিপয় আমলের বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

নাখোশ আত্মীয় স্বজনের সাথে আপোষ করে ফেলুন

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহ্‌ বুখারী ঃ ৫৯৮৪)

জান্নাত যখন আমার লক্ষ্য। তখন এ পথে যদি কোন বাধা আসে তা আমাকে সরিয়ে ফেলতেই হবে। তাই আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সে সমস্ত মানুষকে মাফ করে দিব যারা আমাকে কষ্ট দিয়েছে। তাদের কাছে থেকে মাফ চেয়ে নিব যাদেরকে আমি কষ্ট দিয়েছি। এভাবে এ রাতের উপলক্ষে নাখোশ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আপোষ করে নিতে হবে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এ বিনয় আল্লাহ্‌ কবুল করুন।

ক) নামাযঃ নামায নিঃসন্দেহে একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। উত্তম সময়ে পড়ার কারণে এটির সওয়াব ও মর্যাদা আরো দ্বিগুণ হয় যেমন কোন সরকারি কর্মচারীর বেতন বিশেষ দিনের কারণে দ্বিগুণ হয়। অসংখ্য সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ রাতে নামায পড়তেন এবং তাঁর উম্মতকেও ইবাদতে মশগুল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সলফে সালেহীনগণ এ রাতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নামায পড়তেন। যেমন প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত খালিদ বিন মাদান লুকমান বিন আমির, হযরত মকশুল, হযরত বিন রাহবিয়াহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ রাত জেগে সম্মিলিতভাবে মসজিদে নামায আদায় করতেন এবং এভাবে নামায পড়া মুস্তাহাব বলতেন।

হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজেও এ রাতে ইবাদত করতেন এবং অন্যকেও পড়ার নির্দেশ দিতেন যেমন তিনি বসরার গভর্ণরের নিকট চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন এ রাতে বিশেষভাবে ইবাদত করে। তিনি এ রাতে নামায পড়াকালে সিজদাহ থেকে মাথা উত্তোলন করে দেখতে পেলেন একটি সবুজ কাপড়ের টুকরো, যার থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে আসমানের সাথে মিলিত হয়েছে। এর মধ্যে লিখা ছিল 'পরাক্রমশালী বাদশার পক্ষ থেকে এটি তার বান্দার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি বার্তা।'৩৭

সলফে সালেহীনগণ এ রাতে একটি বিশেষ নামায পড়তেন, যার বর্ণনা শাইখ আবদুল কাদের জিলানী 'গুনিয়াতুত-তালেবীন' গ্রন্থে, ইমাম গাজ্জালী; 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন' গ্রন্থে, শাইখ আবু তালেব মক্কী' 'কুতুল কুলুব' গ্রন্থে, ইবনু রজব হাম্বলী 'লাত্বায়িফুল মায়ারিফ' গ্রন্থে, শাইখ ইসমাইল হক্কী' 'তাফসীরে রুহুল বয়ান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ নামাযের নাম 'সালাতুল খাইর' ও 'সালাতুল আলফিয়্যাহ'। এ 'সালাতুল খাইর' হচ্ছে একশ রাকাত। এ নামায পড়ার নিয়ম হচ্ছে প্রতি রাকাতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দশবার করে সূরা ইখলাস পড়বে সূরা ফাতিহা পড়ার পর। দুই রাকাতের নিয়্যত করে পঞ্চাশ সালামে একশ রাকাত পূর্ণ করবে অথবা যদি কেউ ইচ্ছে করে, তাহলে প্রতি রাকাতে একশবার সূরা ইখলাস পড়ে দশ রাকাত পড়বে।

নফল নামাযের ব্যাপারে প্রচলিত সংশয় ও তার নিরসন

প্রশ্ন করা হয়- এ সমস্ত নফল নামাযের কথা কুরআন-হাদীসে কোথায় আছে?

নফল অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত। ফরয-সুন্নাত নামাযের পর অতিরিক্ত যত নামাযই পড়ছি সবই নফল। এ নফল ইবাদতগুলো শরীয়তের সৌন্দর্য্য। অনাকাংখিত নয় কেননা এটা ফরযের পরিপন্থী কিছু নয়। যেমন মেয়েদের জন্য সতর ঢাকা ফরয। অর্থাৎ মুখ, হাতের কব্জি, পায়ের পাতা খোলা রাখা জায়েজ আছে। তারপর কোন বোন যদি মুখ ঢেকে হাত মোজা, পা মোজা পড়ে এটা তার তাকওয়া। নিষেধ করার কিছু নেই বরং অনুসরনীয়।

হাদীস শরিফে এসেছে- নফল নামাযগুলো ফরয ও সুন্নাত নামাযের ত্র"টি ও ঘাটতিগুলো মোচন করে।

তাই বেশি বেশি নফল নামায আদায় করা উচিত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : নির্দিষ্ট নিয়মে কেন?

এ সকল নফল নামাযের নিয়মগুলো তারাই বলেছেন যাদের অনুসরণের কথা কুরআনে বলা হয়েছে। কারণ তারা প্রত্যেকেই সেই যমানার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম এবং পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন, ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামেল।

আমরা যে ইবাদতগুলো করব ওয়াজিব হিসেবে পালন করি। তার ভিত্তি কি সত্য হচ্ছে এ ইবাদতগুলোর কোনটাই প্রথমে ফরয ছিলনা এবং ইবাদতও ছিল না। যেমন সাফা-মারওয়া সায়ী করা ওয়াজিব। এর শুরুটা সবাই জানি মা হাজেরা (রাঃ) সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের পানির জন্যে দৌড়েছিলেন। কোন ইবাদত ছিলনা, উদ্দেশ্য ছেলে ইসমাইল (আঃ) তৃষ্ণা নিবারণ।

এই দৌড়াদৌড়ি আল্লাহ্‌র এত পছন্দ হলো আল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মতের জন্যে তা ওয়াজিব করে দিলেন। কারণ এই মা হাজেরা ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা।

তেমনিভাবে আল্লাহ্ তার প্রিয় বান্দাদের হাটা-চলা-বলাগুলো আমাদের জন্য ফরয ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

এখান থেকে বোঝা যায় আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের কাজগুলো আল্লাহ্‌র কত প্রিয়। তাইতো তার প্রিয় অলী-আল্লাহ্‌র যে সকল কাজ করে আল্লাহ্‌র প্রিয় হয়ে আমরা নির্দ্বিধায় তাদের অনুসরণ করতে পারি। কেননা এ সকল নফল ইবাদতের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র এত প্রিয় হয়ে গেছেন যে স্বয়ং আল্লাহ্ তাদের জন্যে ইরশাদ করেছেন-

আমি আল্লাহ্ এ সকল বান্দার হাত হয়ে যাই, চোখ হয়ে যাই, কান হয়ে যাই, সুবহানাল্লাহ। (বুখারী ও মুসলিম) দেখুন মেশ্‌কাত শরিফ ১৯৭ পৃ:

প্রিয় পাঠক, এ আমলগুলো যেহেতু নফল ইবাদত বলা বাহুল্য যে, এ ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে উল্লেখিত নিয়মেই তা আদায় করতে হবে।

খ) দোয়া করা: কোন কিছু পাওয়ার সম্পর্কটা চাওয়ার সাথে অত্যন্ত নিবিড়। না চাইলে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে না চাইলে তিনি রাগ করেন; বরং চাইলে খুশি হন।

তিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন (হে মাহবুব) আমার বান্দারা যখন আমার ব্যাপারে আপনার নিকট জিজ্ঞেস করে, তাহলে আপনি বলে দিন আমি নিকটে রয়েছি। যখন তারা আমার নিকট প্রার্থনা করে, আমি তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই। কাজেই আমার হুকুম মানা এবং নিঃসন্দেহে আমার প্রতি বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ।' তাই তিনি দীর্ঘ দোয়া করতেন। দোয়ার শর্ত পূরণ করে দোয়া করা উত্তম। দোয়া করার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দ্রুন্নত কোন সাড়া পাওয়া না গেলে অস্থির হবার প্রয়োজন নেই। কারণ, তিনি প্রিয় ব্যক্তিদের দোয়া পরে কবুল করেন। যেমন বর্ণিত রয়েছে, 'আল্লাহ্‌র কোন প্রিয় ব্যক্তি যখন তাঁর কাছে চায়, তখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালামকে বলে দেন, হে জিবরাইল, আমার ঐ প্রিয় ব্যক্তির হাজত বিলম্বে পূরণ কর; কেননা তার আওয়াজ শুনতে আমার ভাল লাগে। আর আল্লাহ্‌র কোন অপ্রিয় ব্যক্তি তাকে আহ্বান করলে, তিনি জিবরাঈলকে ডেকে বলে দেন যে, আমার অমুক বান্দার হাজত তাড়াতাড়ি পূরণ করে দাও; কেননা তার আওয়াজ শুনতে আমার ভাল লাগে না।

ইবনে রজব হাম্বলী বলেন, লাইলাতুল বরাতের রাতে মুমিনদের উচিত আল্লাহ্‌র কাছে নিজ গুণাহ মাফের দোয়া করা, গুনাহ ঢেকে রাখার দোয়া করা, বালামসিবত দূর

pdf By Syed Mostafa Sakib

করার দোয়া করা এবং ইখলাসের সাথে তওবা করা। কারণ, এ বরকতময় রাতে তিনি তাওবা কবুল করেন এবং তাওবা করা। কারণ, এ বরকতময় রাতে তিনি তাওবা কবুল করেন এবং অগণিত লোকদের ক্ষমা করে দেন।

শাইখ ইসমাইল হক্কী, প্রাগুক্ত, খ:১ম পৃ: ২২৩, ২৪৩; ইমাম কুশাইরী, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, প্রকাশনা ও তারিখ বিহীন, পৃ : ১২০।

গ) অন্যান্য আমল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে জান্নাতুল বক্বীতে গিয়ে যিয়ারত করতেন এবং ঈসালে সওয়াব করতেন। তাই আমাদের জন্য এ রাতে মাযার, পিতা-মাতার কবর এবং আত্মীয়-স্বজনের কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। যে কোন ভাল কাজ করা উত্তম যেমন কুরআন তিলাওয়াত করা বা শ্রবণ করা বা হাদীস শরিফ পাঠ করা বা তাসবীহ পাঠ করা বা নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করা। যেমন হযরত জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'যে ব্যক্তি শাবান মাসের প্রতিদিন নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সাতশত বার দরূদ পাঠ করবে, তাঁর দরূদ রাসূলের দরবারে পৌছানোর জন্য আল্লাহ্ তায়ালা অনেক ফেরেশ্‌তা নিয়োগ করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিবেন, যেন তারা কিয়ামত পর্যন্ত দরূদ পাঠকারীর জন্য ক্ষমা চাইতে থাকে।'

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'আমি লাইলাতুল বরাতের অংশকে তিন ভাগে ভাগ করেছি। রাতের প্রথমভাগে আমি রাসূলুল্লাহর ওপর দরূদ পড়ি, ২য় ভাগে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাই এবং ৩য় ভাগে নামায পড়ি।'

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এ দিনে রোযা রাখবে, সে অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই বছরের মকবুল রোযার সওয়াব পাবে। সুতরাং সৎ কাজের মাধ্যমে এ রাত ও দিন অতিবাহিত করা উচিত।

কুরআন, সুন্নাত, সালফে সালেহীনের আমল ও উক্তির মাধ্যমে বুঝা গেল যে, শাবান মাসের পনের তারিখের রাত অত্যন্ত বরকতময়, যা জেগে ইবাদতের মাধ্যমে উদযাপন করা মুস্তাহাব।

* * * *

pdf By Syed Mostafa Sakib

Pdf By Syed Mostafa Sakib